ইউনিট - ১০

পূজা ও ব্রত

ভূমিকা

‘পূজা’ শব্দটির অর্থ ‘পুষ্পকর্ম’। পুষ্প, তুলসীপত্র, বিল্বপত্র, চন্দন প্রভৃতি পূজার উপকরণ। এসব দিয়ে দেব-দেবীদের পূজা করা বা শ্রদ্ধা জানান হয়। পূজা করলে দেব-দেবীগণ সন্তুষ্ট হন। আর দেব-দেবীগণ সন্তুষ্ট হলে ঈশ্বরও সন্তুষ্ট হন। কারণ দেব-দেবীগণ ঈশ্বরের বিশেষ বিশেষ গুণ বা ক্ষমতার সাকার রূপ।

‘ব্রত’ বলতে বোঝায় পুণ্যলাভ, পাপক্ষয়, মনস্কামনা পূরণ প্রভৃতির জন্য বিশেষ বিশেষ দেবতার উদ্দেশ্যে আয়োজিত ধর্মানুষ্ঠান। যে দেবতার ব্রত করা হয়, তার মাহাত্ম্য-প্রকাশক কাহিনীও ব্রতের সময় শোনান হয়।

পূজা ও ব্রতের নিয়ম বা বিধি-বিধান আছে। সে-সকল বিধি-বিধান অনুসারে পূজা ও ব্রত অনুষ্ঠিত হয়।

ইউনিট - ১০ এর বিষয়বস্তু হচ্ছে এই পূজা ও ব্রত।

পাঠ-১ -এ রয়েছে পূজার সাধারণ নিয়মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। পাঠ-২ ও পাঠ-৩ -এর বিষয়বস্তু যথাক্রমে লক্ষ্মীপূজা ও সরস্বতী পূজা। পাঠ- ৪-এ শিবরাত্রি ব্রত এবং পাঠ-৫-এ শিবরাত্রির ব্রত কথা সংক্ষেপে বর্ণনা করা হচ্ছে।

পাঠ-১ পূজার সাধারণ নিয়ম

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ‘পূজা’ বলতে কি বোঝায় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- পূজার সাধারণ নিয়মগুলো সংক্ষেপে বলতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

পূজা বলতে কি বোঝায়?

‘পূজা’ শব্দটির মানে হচ্ছে ‘পুষ্পকর্ম’।

পুষ্প, বিল্বপত্র, তুলসীপত্র, চন্দন, দূর্বা, আতপচাল প্রভৃতি দিয়ে দেব-দেবীর অর্চনা করাকে পূজা বলে।

বৈদিক যুগে উপাসনা ছিল যজ্ঞ ভিত্তিক। কিন্তু পৌরাণিক যুগে ঈশ্বরের বিভিন্ন শক্তি ও গুণ-এর সাকার রূপ হিসেবে দেব-দেবীর পূজার প্রচলন ঘটে। ঋষিরা ধ্যানে দেবতার রূপ প্রত্যক্ষ করে মন্ত্রে সেই রূপ বর্ণনা করেছেন। মন্ত্রে বর্ণিত সেই রূপকে বিভিন্ন আধারে পূজা করা হয়। এই আধারগুলো হচ্ছে-ঘট, বিগ্রহ বা প্রতিমা, যজ্ঞের বেদী, অগ্নি, জল, যন্ত্র (কোনো পাত্রে অঙ্কিত বিশেষ প্রতীকী চিহ্ন), চিত্র, দর্পণ, মণ্ডল এবং হৃদয়। বর্তমানে প্রতিমা, চিত্র, ঘট প্রভৃতি আধারে পূজা করার রীতিই সমধিক প্রচলিত।

প্রতিমা মানে ‘সাদৃশ্য’। হিন্দু ধর্মে তাই প্রতিমা বলা হয়, পুতুল বলা হয় না। দেবতারা চেতনসত্তা। সকল দেবতাই পাপ নাশক ও মঙ্গলকারক। মন্ত্র, শ্লোক, স্তব ও স্তোত্রে যে দেবতার যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তাকেই প্রতিমার আকারে প্রত্যক্ষ রূপ দিয়ে পূজা করা হয়। মৃত্তিকা, দারু (কাঠ) বা ধাতু নির্মিত প্রতিমার মধ্য দিয়ে চৈতন্যের পূজা করা হয়। পূজা ও সাকার উপাসনার এটাই

বিশেষত্ব। আবার হিন্দুধর্মে বহু দেবতার পূজার প্রচলন থাকলেও হিন্দুধর্ম বহু-ঈশ্বরবাদী নয়। দেবতারা ঈশ্বর নন। দেবতারা হলেন এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন গুণ ও ক্ষমতার সাকার রূপ।

পূজার সাধারণ নিয়ম

প্রত্যেক দেব বা দেবীর পূজার বিশেষ বিশেষ এবং সুনির্দিষ্ট নিয়ম আছে। তবে সকল দেবতার পূজার ক্ষেত্রে কতকগুলো সাধারণ নিয়ম অনুসরণ করতে হয়।

পূজার উপচার বা উপকরণ

পুষ্প, দুর্বা, বিল্বপত্র, তুলসীপত্র, চন্দন, আতপ চাল, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য – পূজার প্রধান উপচার বা উপকণ। পঞ্চোপচার, দশোপচার বা ষোড়শ উপচারে পূজা করা হয়। সাধারণত পঞ্চ বা দশ উপচারে দেবতার পূজা করা হয়। তবে বিশেষ পূজায় দেবতাকে ষোড়শ উপচারে পূজা করা হয়।

পঞ্চ উপচার: ধূপ, দীপ, গন্ধ, পুষ্প ও নৈবেদ্য এই পাঁচটি হচ্ছে পঞ্চোপচার।

দশোপচার: পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, স্নানীয়, পুনরাচমনীয়, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য – এই দশটি হচ্ছে দশোপচার।

ষোড়শোপচার: রজতাসন (রূপার আসন), স্বাগত, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, স্নানীয়, বস্ত্র, আভরণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, পুনরাচমনীয় ও তাম্বুল– এই ষোলটি উপচার নিয়ে হল ষোড়শ উপচারের পূজা।
ষোড়শ উপচারের অন্যতম উপচার হচ্ছে মধুপর্ক। এই মধুপর্ক দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু ও চিনি এবং কিঞ্চিৎ জলের সংমিশ্রণে তৈরি করা হয়। একেক দেবতা একেক প্রকার পুষ্প বা পত্র বেশি ভালবাসেন। আবার কোন কোন পুষ্প বা পত্র পছন্দ করেন না। শিব পূজায় ধুতুরা ও আকন্দ, নারায়ণ পূজায় শ্বেত পুষ্প, দুর্গাপূজায় রক্তবর্ণ পুষ্প প্রশস্ত। বিষ্ণু বা নারায়ণকে অবশ্যই তুলসীপত্র দিয়ে পূজা করতে হবে। শিব বিল্বপত্র পছন্দ করেন। আবার নারায়ণ পূজা ও সূর্য পূজায় বিল্বপত্র নিষিদ্ধ।

পূজায় বাদ্যযন্ত্র

দেব-দেবীদের পূজায় বাদ্যের প্রয়োজন হয়। পূজায় ঘণ্টা, কাঁসর, শঙ্খ, ঢাক, ঢোল, সানাই প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র বাজানো হয়। ঘণ্টাকে বলা হয় 'সকল বাদ্যময়ী'। অন্য বাদ্যের অভাবে শুধু ঘণ্টা বাজিয়েই পূজা করা যায়। তবে একেক দেবতার পূজায় একেক বাদ্য নিষিদ্ধ। যেমন, লক্ষ্মীপূজায় ঘণ্টা বাজানো নিষেধ। শিব পূজায় করতাল, দুর্গা পূজায় বাঁশি, ব্রহ্মাপূজায় ঢাক এবং সূর্য পূজায় শঙ্খ বাজানো নিষিদ্ধ।

পূজা পদ্ধতি

প্রতিমা, পট বা চিত্রে পূজা করতে হলে দেবতার চক্ষুদান ও প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে হয়। সাধারণ বা নিত্যপূজায় সংক্ষেপে এবং বিশেষ পূজায় বিশেষ মন্ত্রে ঘটস্থাপন করার বিধান আছে।
পূজা করার সময় নিম্নলিখিত কাজগুলো ক্রমানুসারে করে যেতে হয়।

আচমন : প্রথমে আচমন করতে হয়। ওঁ মন্ত্র উচ্চারণ করে ঠোঁটে তিনবার জল স্পর্শ করলে সংক্ষেপে আচমন হয়।

বিষ্ণু স্মরণ : আচমনের পর বিষ্ণুকে স্মরণ করতে হয়।

বিষ্ণু স্মরণ মন্ত্র

ওঁ তদ্‌বিষ্ণো পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।

দিদিব চক্ষুরাততম্।
ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ।

সরলার্থ

দ্যুলোকের চক্ষুর মত বিস্তৃত সেই বিষ্ণুর পরম পদ মেধাবীগণ সর্বদা প্রত্যক্ষ করে থাকেন।

সূর্যার্ঘ্য ও সূর্যপ্রণাম : তারপর সূর্যদেবের উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য দিয়ে সূর্যকে প্রণাম করতে হয়।

স্বস্তিবাচন : এরপর স্বস্তিবাচন মন্ত্র পাঠ করতে হয়। 'স্বস্তি' শব্দের অর্থ হচ্ছে মঙ্গল। স্বস্তি বাচনের সময় বাদ্য বাজাতে এবং উলুধ্বনি দিতে হয়।
স্বস্তিবাচনের পর যথাক্রমে সংকল্প, ঘট স্থাপন, সামান্যার্ঘ্য, দ্বারদেবতার পূজা, বিঘ্ন অপসারণ ভূতাপসারণ (অমঙ্গল দূর করা), আসন শুদ্ধি, পুষ্পশুদ্ধি, করশুদ্ধি প্রভৃতি করতে হয়।
অতঃপর গণেশ, শিব, সূর্য, অগ্নি, বিষ্ণু বা নারায়ণ ও জয় দুর্গা-- এই দেবতাদের পূজা পঞ্চ উপচারে করণীয়।
এ-সকল দেবতার পূজা শেষে ভূতশুদ্ধি, মাতৃকান্যাস ও প্রাণায়াম করতে হয়। ভূত শুদ্ধি হচ্ছে পরমাত্মা বা ঈশ্বরের সঙ্গে জীবাত্মার মিলনাত্মক ধ্যান। আর প্রাণায়াম হচ্ছে শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগের বিশেষ প্রক্রিয়া। প্রাণায়াম এক ধরনের যোগব্যায়ামও বটে, এতে প্রাণশক্তি বৃদ্ধি পায়। প্রাণায়ামের পর করতে হয় করন্যাস ও অঙ্গন্যাস। ন্যসের দ্বারা শরীর দেবময় হয়। অর্থাৎ নিজের ভেতরে দেবতা অধিষ্ঠিত—এই বোধ জন্মে।
তারপর যে বিশেষ দেবতার পূজা করা হবে তাঁর ধ্যান করতে হয়। ধ্যানের জন্য নির্দিষ্ট মন্ত্র আছে। অতঃপর মানসপূজা। মানসপূজা হচ্ছে বাহ্য পূজার বিধি অনুসারে মনে মনে ক্রমানুসারে পূজা করা। বাক্য, মন ও হৃদয় দ্বারা মানসপূজা করণীয়। এর পর বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করে পুনরায় করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করতে হয় এবং আবার ধ্যান করতে হয়। ধ্যানের জন্য সুনির্দিষ্ট মন্ত্র আছে। ধ্যান শেষে যে দেবতার পূজা বিশেষভাবে করা হচ্ছে তাঁকে নির্দিষ্ট মন্ত্রে আবাহন জানাতে হয়। উদ্দিষ্ট দেবতাকে এই বলে আবাহন জানাতে হয়, 'ইহ আগচ্ছ, ইহ তিষ্ঠ, মম পূজাং গৃহাণ' – হে দেবতা, তুমি এখানে এস, এখানে অবস্থান কর এবং আমার পূজা গ্রহণ কর।
অতঃপর পঞ্চ বা দশোপচারে উদ্দিষ্ট দেবতার পূজা করে, পুষ্পাঞ্জলি প্রদান, বীজমন্ত্র জপ, জপ বিসর্জন ও প্রণাম মন্ত্র পাঠ করতে হয়।
পূজা শেষে দক্ষিণা দান। তারপর পূজার সফলতা প্রার্থনা করে নারায়ণকে প্রণাম করে পূজা সমাপন করতে হয়।

বিশেষ পূজার ক্ষেত্রে আরও কিছু করণীয় আছে এবং পূজা শেষে যজ্ঞ করার বিধান রয়েছে। স্বস্তি, সংকল্প, শান্তিমন্ত্র প্রভৃতি ক্ষেত্রে বেদের ভিত্তিতে ভিন্নতা রয়েছে। অর্থাৎ ঋগ্বেদীয়, সামবেদীয়, যজুর্বেদীয়—এই তিন বেদের ভিত্তিতে তিন রকমের মন্ত্র রয়েছে।

পূজা করা একটি বিশেষ ও ব্যবহারিক প্রক্রিয়া। অভিজ্ঞ পুরোহিতের পূজা করা দেখে এবং 'পুরোহিত দর্পণ' প্রভৃতি পৌরহিত্যের গ্রন্থাদি পাঠ করে পূজা পদ্ধতি ও মন্ত্রাদি আয়ত্ত করতে হয়। এখানে সংক্ষেপে শুধু পূজা পদ্ধতির একটি রূপরেখা উল্লেখ করা হল।

সারাংশ

পূজা

পুষ্প, পত্র, দুর্বা, চন্দন প্রভৃতি দিয়ে দেব-দেবীর অর্চনা করাকে পূজা বলে। বৈদিক যুগে উপাসনা

ছিল যজ্ঞভিত্তিক। পৌরাণিক যুগে ধ্যানের মন্ত্রানুসারে দেবতার প্রতিমা নির্মাণ করে বা ঘটে ও প্রতীকে পূজা করার রীতি প্রচলিত হয়। বহু দেবতার পূজা করা হলেও হিন্দু ধর্ম বহু-ঈশ্বরবাদী নয়, দেবতারা আসলে একই ঈশ্বরের বিভিন্ন শক্তি ও গুণের সাকার রূপ মাত্র। প্রত্যেক দেব বা দেবীর পূজার বিশেষ বিশেষ মন্ত্র এবং সুনির্দিষ্ট নিয়ম আছে। তবে সকল দেবতার পূজার ক্ষেত্রে কতকগুলো সাধারণ নিয়ম অনুসরণ করতে হয়।
পূজার কাজগুলো ক্রমানুসারে করতে হয় এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট মন্ত্র আছে। পূজা একটি ব্যবহারিক প্রক্রিয়া। অভিজ্ঞ পুরোহিতের পূজা করা দেখে এবং ‘পুরোহিত দর্পণ’ প্রভৃতি পৌরোহিত্যের গ্রন্থাদি পাঠ করে পূজা করা শিখতে হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১০.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (Ö) চিহ্ন দিন।

১. ‘পূজা’ শব্দটির অর্থ কি?
ক. আরাধনা খ. উপাসনা
গ. পুষ্পকর্ম ঘ. দেবকর্ম

২. প্রতিমা শব্দটির মানে কি?
ক. পুতুল খ. দেবতা
গ. ঈশ্বর ঘ. সাদৃশ্য

৩. পূজার উপকরণ হিসেবে দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু, চিনি ও কিঞ্চিৎ জলের সংমিশ্রণে কি তৈরি করা হয়?
ক. পঞ্চোপচার খ. নৈবেদ্য
গ. মধুপর্ক ঘ. সামান্যার্ঘ্য

৪. লক্ষ্মী পূজায় কোন বাদ্য বাজানো নিষিদ্ধ?
ক. ঘণ্টা খ. শঙ্খ
গ. ঢাক ঘ. করতাল

৫. প্রাণায়াম করলে কি উপকার হয়?
ক. বড় সাধু হওয়া যায় খ. প্রাণশক্তি বৃদ্ধি পায়
গ. ঘ্রাণশক্তি বৃদ্ধি পায় ঘ. দেবতাদের প্রত্যক্ষ করা যায়

৬. সবশেষে কাকে প্রণাম করে পূজা সমাপন করতে হয়?
ক. গণেশকে খ. শিবকে
গ. নারায়ণকে ঘ. দুর্গাকে

পাঠ-২ লক্ষ্মীপূজা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- লক্ষ্মীপূজার পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।
- লক্ষ্মীদেবীর ধ্যান, পুষ্পাঞ্জলি ও প্রণামমন্ত্র বলতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

ঈশ্বরের ঐশ্বর্য যে দেবীর রূপে প্রকাশ পেয়েছে, তাঁর নাম লক্ষ্মী দেবী। লক্ষ্মী দেবী আমাদের ধন-সম্পদ, সৌভাগ্য ও ঈশ্বরের মহত্ত্ব উপলব্ধির ক্ষমতা দান করেন।

লক্ষ্মীপূজা প্রতিদিন, প্রতি সপ্তাহের বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এবং বিশেষভাবে আশ্বিন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে করা হয়। এ পূর্ণিমা তিথিতে যে লক্ষ্মীর পূজা করা হয়, তাকে কোজাগরী পূর্ণিমা এবং সে লক্ষ্মীপূজাকে কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা বলা হয়।

লক্ষ্মীপূজা, করার সময় প্রথমে নিত্যক্রিয়া বা পূজার সাধারণ নিয়ম অনুসারে আচমন, বিষ্ণুস্মরণ, সূর্যার্ঘ্য প্রদান ও সূর্য প্রণাম, স্বস্তিবাচন, দ্বার দেবতার পূজা, বিঘ্ন অপসারণ, ভূতাপসারণ, আসনশুদ্ধি, পুষ্পশুদ্ধি, প্রাণায়াম ইত্যাদি করে নিতে হয়।

তারপর মূল পূজা অর্থাৎ উদ্দিষ্ট লক্ষ্মী দেবীর পূজা করতে হয়।

প্রতিমায় লক্ষ্মীপূজা করলে, ঘটস্থাপন করে, প্রতিমার চক্ষুর্দান ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে নিতে হয়।

তারপর সংকল্প করতে হয়। এখানে সংকল্প মানে পূজা করার দৃঢ় ইচ্ছা মন্ত্রের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করা। লক্ষ্মীপূজার সংকল্পের মন্ত্রে বলা হয়, অমুক মাস, অমুক পক্ষ, অমুক তিথিতে, অমুক গোত্রের অমুকের হয়ে লক্ষ্মীদেবীর প্রীতি কামনায় তাঁর পূজা করা হচ্ছে।

'অমুক' – অর্থাৎ এখানে নির্দিষ্ট মাস, পক্ষ, তিথি, নির্দিষ্ট যজমানের গোত্র ও নাম বলতে হবে।

সংকল্পের পর লক্ষ্মীদেবীর ধ্যান করতে হয়। ধ্যানের পর মানসোপচারে পূজা করে এবং বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করে পুনরায় ধ্যান করে আবাহন করতে হয়।

আবাহন মন্ত্র :

ওঁ ভূর্ভুবস্বঃ লক্ষ্মী দেবী ইহাগচ্ছ, ইহ তিষ্ঠ, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ।

তারপর পঞ্চ, দশ – কোজাগরী বা বিশেষ লক্ষ্মীপূজা হলে ষোড়শোপচারে পূজা করতে হবে।

লক্ষ্মীদেবীর বীজ মন্ত্র হচ্ছে 'শ্রীং'। ওঁ শ্রীং লক্ষ্মৈ নমঃ – বলতে হয়।

অতঃপর তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিতে হবে।

পুষ্পাঞ্জলির মন্ত্র

ওঁ নমস্তে সর্বদেবানাং বরদাসি হরিপ্রিয়ে।
যা গতিস্ত্বৎ প্রপন্নানাং সা মে ভূয়াত্ত্বদর্চনাৎ॥

সরলার্থ :

হে দেবতাদের বরপ্রদানকারিণী, হরিপ্রিয়া, তোমাকে অর্চনা করে অন্যরা যে সুগতি লাভ করেছে, আমারও যেন সেই সুগতি হয়। পরে প্রণাম করতে হবে।

লক্ষ্মীদেবীর প্রণাম মন্ত্র :

ওঁ বিশ্বরূপস্য ভার্যাসি পদ্মে পদ্মালয়ে শুভে।
সর্বতঃ পাহি মাং দেবি মহালক্ষ্মী নমোস্তুতে।।

সরলার্থ :

হে বিশ্বরূপ (নারায়ণ) -এর ভার্যা, হে পদ্মাসনা পদ্মা, সর্বতোভাবে আমাকে রক্ষা কর, হে মহালক্ষ্মী, তোমাকে প্রণাম।

লক্ষ্মী প্রণামের পর ইন্দ্র ও কুবেরের পূজা করা কর্তব্য। তারপর লক্ষ্মীস্তোত্র পাঠ করতে হয়। অতঃপর দক্ষিণা প্রদান করতে হবে। এর পর অনেকে যজ্ঞ বা হোম করেন।

লক্ষ্মীপূজায় তুলসীপত্র, ঝিণ্টিকা ও কাঞ্চন পুষ্প এবং ঘণ্টাবাদ্য নিষিদ্ধ।

উল্লেখ্য, প্রতিমায় লক্ষ্মীপূজা করলে ঘটস্থাপন করে চক্ষুর্দান ও প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে নিতে হবে। এ-সকল ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট মন্ত্র আছে।

সবশেষে লক্ষ্মী ও নারায়ণের প্রণামমন্ত্র উচ্চারণপূর্বক প্রণাম করে পূজা সমাপন করতে হয়।

প্রতিমায় পূজা হলে বিসর্জন মন্ত্র উচ্চারণ করে বিসর্জন দিয়ে পূজা সমাপ্ত করতে হয়।

সারাংশ

ঈশ্বরের ঐশ্বর্য যে দেবীর রূপে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর নাম লক্ষ্মীদেবী।

উদ্দিষ্ট লক্ষ্মীদেবীর পূজা শুরু করার আগেও কিছু করণীয় আছে। প্রথমেই পূজার সাধারণ নিয়ম অনুসারে সেই করণীয়গুলো লক্ষ্মীপূজায় তুলসীপত্র, ঝিণ্টিকা ও কাঞ্চন পুষ্প এবং ঘণ্টাবাদ্য নিষিদ্ধ। প্রতিমায় পূজা করলে চক্ষুর্দান ও প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে নিতে হয় এবং বিসর্জন মন্ত্রে বিসর্জন দিতে হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১০.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (Ö) চিহ্ন দিন।

১. উদ্দিষ্ট লক্ষ্মীদেবীর পূজা শুরু করার আগে কি করতে হয়?
   ক. যারা পূর্বে পূজা করেছে তাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ
   খ. পূজার সাধারণ নিয়ম অনুসরণ করে কিছু সাধারণ করণীয়
   গ. চণ্ডীপাঠ   ঘ. গীতাপাঠ

২. কাকে হরিপ্রিয়া বলা হয়েছে?
   ক. দুর্গাকে   খ. কালীকে
   গ. চণ্ডীকে   ঘ. লক্ষ্মীকে

৩. লক্ষ্মীপূজায় নিম্নলিখিত পুষ্পগুলোর মধ্যে কোনটি নিষিদ্ধ?
   ক. পদ্ম   খ. অপরাজিতা
   গ. কাঞ্চন পুষ্প   ঘ. জবা

৪. লক্ষ্মীপূজায় কোন পত্র নিষিদ্ধ?
   ক. বিল্বপত্র   খ. তাম্রপত্র
   গ. তুলসীপত্র   ঘ. আম্রপত্র

পাঠ-৩ সরস্বতীপূজা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সরস্বতীপূজার পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।
- সরস্বতী দেবীর ধ্যান, পুষ্পাঞ্জলি ও প্রণামমন্ত্র বলতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

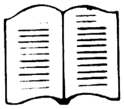

ঈশ্বরের বিদ্যাদানের ক্ষমতা যে দেবীর রূপে প্রকাশ পেয়েছে, তাঁর নাম সরস্বতী দেবী।

সাধারণত মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে বাগ্‌দেবী সরস্বতীর পূজা করা হয়। এই পঞ্চমী তিথিটিকে শ্রীপঞ্চমী বলা হয়।

সরস্বতীপূজা করার সময় প্রথমে পূজার সাধারণ নিয়ম অনুসারে আচমন, স্বস্তিবাচন ইত্যাদি করতে হয়। অতঃপর মূল পূজা অর্থাৎ উদ্দিষ্ট দেবী সরস্বতীর পূজা করতে হয়।

প্রতিমায় সরস্বতীর পূজা করলে ঘটস্থাপন করে প্রতিমার চক্ষুর্দান ও প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে নিতে হয়।

তারপর সরস্বতী পূজার সংকল্প করতে হয়। সংকল্পের মন্ত্রে বলা হয় মাঘ মাস শুক্লপক্ষ, পঞ্চমী তিথিতে অমুক গোত্রের অমুকের হয়ে সরস্বতী দেবীর প্রীতি কামনায় তাঁর পূজা করা হচ্ছে।

তারপর অঙ্গন্যাস ইত্যাদি করে সরস্বতী দেবীর ধ্যান করতে হবে। ধ্যানের পর লক্ষ্মী, নারায়ণ প্রভৃতির পূজা করার পর দেবী সরস্বতীকে পুষ্পাঞ্জলি দিতে হবে।

সরস্বতী দেবীর পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্র

ওঁ সরস্বত্যৈ নমো নিত্যং ভদ্রকাল্যৈ নমো নমঃ।

বেদবেদাঙ্গবেদান্তবিদ্যাস্থানেভ্য এব চ স্বাহা।

ওঁ এষ সচন্দনপুষ্পবিল্বপত্রাঞ্জলিঃ ঐং সরস্বত্যৈ নমঃ।

সরলার্থ : সরস্বতী, ভদ্রকালী এবং বেদ, বেদাঙ্গ, বেদান্ত এবং বিদ্যাস্থানকে সর্বদা প্রণাম করি। এই সচন্দন, পুষ্প ও বিল্বপত্রের অঞ্জলি দিয়ে সরস্বতীকে প্রণাম করি।

সরস্বতী দেবীর বীজমন্ত্র হচ্ছে 'ঐং'।

পুষ্পাঞ্জলির পর দক্ষিণা দিতে হয়। সরস্বতী পূজার সময় হোম বা যজ্ঞও করা হয়। প্রতিমায় পূজা করা হলে বিসর্জন মন্ত্রে বিসর্জন দিতে হয়। অতঃপর সরস্বতী দেবীকে প্রণাম করতে হয়।

সরস্বতী দেবীর প্রণামমন্ত্র

ওঁ সরস্বতি মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে।
বিশ্বরূপে বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি নমোস্তুতে॥

সরলার্থ : হে মহাভাগ সরস্বতী, হে বিদ্যাদেবী, পদ্মফুলের মত চক্ষুবিশিষ্টা হে বিশ্বরূপা, বিশাল চোখের অধিকারিণী, আমাকে বিদ্যা দাও। তোমাকে আবার প্রণাম।

সারাংশ

ঈশ্বরের বিদ্যাদানের ক্ষমতা যে দেবীর রূপে প্রকাশ পেয়েছে, তাঁর নাম সরস্বতীদেবী। সরস্বতী দেবীর পূজা করার সময় প্রথমে পূজার সাধারণ নিয়ম অনুসারে আচমন, স্বস্তিবাচন প্রভৃতি নিত্যক্রিয়া করে নিতে হবে। তারপর মূল দেবতা অর্থাৎ সরস্বতী দেবীর পূজা করতে হয়। সংকল্প, ধ্যান, পঞ্চ, দশ বা ষোড়শ উপচারে পূজা করে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করতে হবে। অতঃপর দক্ষিণা দিতে হয়। সরস্বতী পূজার সময় হোম বা যজ্ঞও করা হয়। প্রতিমায় পূজা করলে বিসর্জন মন্ত্রে বিসর্জন দিতে হবে। সবশেষে প্রণামমন্ত্র উচ্চারণ করে সরস্বতী দেবীকে প্রণাম করে পূজা শেষ করতে হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১০.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (Ö) চিহ্ন দিন।

১। সরস্বতী পূজা কখন করা হয়?
- ক. প্রতি বৃহস্পতিবার
- খ. মাসে এক বার
- গ. মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে
- ঘ. আশ্বিন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে

২। সরস্বতী কিসের দেবী?
- ক. শক্তির
- খ. ধন-সম্পদের
- গ. সন্তানের কল্যাণের
- ঘ. বিদ্যার

৩। প্রতিমায় পূজা করলে পূজার শেষে এসে কি করতে হয়?
- ক. প্রতিমাকে শয়ন দিতে হয়
- খ. প্রতিমাকে প্রদক্ষিণ করতে হয়
- গ. প্রতিমাকে বিসর্জন মন্ত্রে বিসর্জন দিতে হয়
- ঘ. প্রতিমার সম্মুখভাগ কাপড় দিয়ে ঢেকে দিতে হয়

৪। 'ওঁ সরস্বত্যৈ নমো নিত্যং ভদ্রকালৈ নমো নমঃ' — সরস্বতী পূজার সময় কখন এ-মন্ত্র উচ্চারণ করতে হয়?
- ক. ধ্যানের সময়
- খ. পুষ্পঞ্জলি প্রদানে সময়

গ. বিসর্জনের সময় ঘ. প্রণাম করার সময়

৫। 'বিশ্বরূপে বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি নমোস্তুতে।'—এখানে 'বিশালাক্ষি' বলে কাকে সম্বোধন করা হয়েছে?

ক. লক্ষ্মীকে খ. দুর্গাকে

গ. কালীকে ঘ. সরস্বতীকে

পাঠ-৪ শিবরাত্রিব্রত

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- শিবরাত্রি ব্রত সম্পর্কে বিস্তারিত বলতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

কোন বিশেষ মনস্কামনা সিদ্ধির মানসে যে পূজাদি ধর্মানুষ্ঠান করা হয়, তাকে ব্রত বলা হয়। ‘শিবরাত্রি’ একটি ব্রতানুষ্ঠান।

স্কন্দপুরাণে বলা হয়েছে, মাঘ মাসের শেষে বা ফাল্গুন মাসের প্রথমে কৃষ্ণপক্ষের যে চতুর্দশী তাকেই শিবচতুর্দশী বলে জানবে। অর্থাৎ মাঘী পূর্ণিমার পরের চতুর্দশীই শিবচতুর্দশী। পূর্বদিনে রাত্রিযোগে চতুর্দশী তিথি না পড়লে, যদি পরের দিন সন্ধ্যায় চতুর্দশী তিথি পড়ে, তা হলে পরের দিনই শিবরাত্রির ব্রত হবে।

শিবরাত্রিতে উপবাসই প্রধান কর্তব্য। শিব নিজেই বলেছেন, স্নান, বস্ত্র, ধূপ বা পুষ্পাদি অর্চনা করলে আমি যতটা সন্তুষ্ট হই, একমাত্র উপবাস করলে তার চেয়ে বেশি সন্তুষ্ট হই।

শিবরাত্রির ব্রতপদ্ধতি

আচমন, স্বস্তিবাচন প্রভৃতি নিত্যক্রিয়া সমাধা করার পর সংকল্প করতে হবে।

এরপর সামান্যার্ঘ্য স্থাপন করে গণেশাদি দেবতার পূজা করে শিব পূজা করতে হয়। শিবের প্রতিষ্ঠিত প্রতীক পূজা করলে বিসর্জন নেই। তবে মৃত্তিকা নির্মিত হলে চক্ষুর্দান, প্রাণ প্রতিষ্ঠা ও বিসর্জন প্রভৃতি যথানিয়মে করতে হবে।

চার প্রহরে চারবার পূজা এবং শিব প্রতীককে জল দিয়ে ‘ওঁ পশুপতয়ে নমঃ’ বলে স্নান করাতে হবে। পরে বিশেষ দ্রব্যে স্নান করাতে হবে।

প্রথম প্রহরে দুগ্ধ দ্বারা ‘ওঁ হৌং ঈশানায় নমঃ’–এ মন্ত্র উচ্চারণ করে শিব প্রতীককে স্নান করাতে হবে। দ্বিতীয় প্রহরে দধি দ্বারা ‘ওঁ হৌং অঘোরায় নমঃ’–এ মন্ত্রে স্নান করাতে হবে। তৃতীয় প্রহরে ঘৃত দ্বারা ‘ওঁ হৌং রাম দেবায় নমঃ’–এ মন্ত্রে স্নান করাতে হবে এবং চতুর্থ প্রহরে মধু দ্বারা ‘ওঁ হৌং সদ্যোজাতায় নমঃ’ এই শিব-প্রতীককে স্নান করাতে হবে। প্রতি প্রহরের পূজার বিশেষ বিশেষ মন্ত্র আছে।

পূজা শেষে শিব পূজায় বিশেষ ব্রত কথা শোনা, স্তবাদি পাঠ এবং রাত্রি জাগরণ করতে হবে। পরের দিন স্নানাদি করে যথানিয়মে পারণ বা ভোজন করতে হয়।

শিবের প্রণামমন্ত্র

নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয় হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং গতিস্ত্বং পরমেশ্বর॥

সরলার্থ : মঙ্গলময়, শান্ত এবং সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশ- এই কারণ ত্রয়ের হেতু শিবকে নমস্কার। তাঁর কাছে নিজেকে নিবেদন করছি। হে পরমেশ্বর, তুমিই আমার গতি।

সারাংশ

কোন বিশেষ মনস্কামনা সিদ্ধির মানসে যে পূজাদি ধর্মানুষ্ঠান করা হয়, তাকে ব্রত বলে। শিবরাত্রি একটি ব্রতানুষ্ঠান। মাঘী পূর্ণিমার পরের চতুর্দশীতে শিবরাত্রির ব্রত করা হয়। শিবরাত্রিতে উপবাসই প্রধান কর্তব্য। পূজানুষ্ঠানের চেয়ে উপবাসেই শিব বেশি সন্তুষ্ট হন। আচমন, স্বস্তিবাচনাদি নিত্যক্রিয়ার পর বিশেষভাবে যথানিয়মে শিবের পূজা করতে হয়। অতঃপর ব্রত কথা শোনা ও স্তবাদি পাঠ ও রাত্রি জাগরণ করতে হবে। পরের দিন স্নান করে যথানিয়মে পারণ করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১০.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (Ö) চিহ্ন দিন।

১. কখন শিবরাত্রির ব্রত করা হয়?
ক. শ্রাবণ মাসের অমাবস্যায়
খ. দুর্গা পূজার পরে প্রথম অমাবস্যায়
গ. মাঘী পূর্ণিমার পরের চতুর্দশী তিথিতে
ঘ. চৈত্র মাসের সংক্রান্তির দিবাগত রাত্রে

২. কোন বিশেষ মনস্কামনা সিদ্ধির জন্য যে পূজাদি ধর্মানুষ্ঠান করা হয় তাকে কি বলে?
ক. পার্বণ
খ. বিশেষ পূজা
গ. যজ্ঞ
ঘ. ব্রত

৩. শিবরাত্রির ব্রতের সময় শিব-প্রতীককে কয়বার স্নান করাতে হয়?
ক. একবার
খ. দুবার
গ. তিনবার
ঘ. চারবার

৪. শিবরাত্রির প্রথম প্রহরে কোন বিশেষ দ্রব্য দিয়ে শিব-প্রতীককে স্নান করাতে হয়?
ক. দুগ্ধ
খ. দধি
গ. ঘৃত
ঘ. মধু

৫। ‘ওঁ হৌং সদ্যোজাতায় নমঃ।’—শিবরাত্রি ব্রতের সময় কোন প্রহরের পূজার সময় এ মন্ত্র উচ্চারণ করতে হয়?
ক. প্রথম প্রহরের
খ. দ্বিতীয় প্রহরের
গ. তৃতীয় প্রহরের
ঘ. চতুর্থ প্রহরের

পাঠ-৫ শিবরাত্রির ব্রতকথা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- শিবরাত্রির ব্রতকথা বলতে পারবেন।
- শিবারাত্রি ব্রতের মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

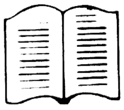

পুরাকালের কথা।
তখন কৈলাশ পর্বতের শিখর ছিল সর্বরত্নে অলংকৃত। ছিল ছায়াসুনিবিড় ফুলে-ফলে শোভিত বৃক্ষ, লতা ও গুল্মে ঢাকা। পারিজাতসহ অন্যান্য পুষ্পের সুগন্ধে চারদিক থাকত আমোদিত। এখানে সেখানে দল বেঁধে নৃত্য করে বেড়াত অপ্সরারা। ধ্বনিত হত আকাশ গঙ্গার তরঙ্গ-নিনাদ। ব্রহ্মার্ষিদের কণ্ঠ থেকে শোনা যেত বেদধ্বনি।
এই কৈলাশশিখরে শিব-পার্বতী বাস করতেন। গন্ধর্ব, সিদ্ধ, চারণ প্রভৃতি তাঁদের সেবা করত। পরম সুখে ছিলেন শিব-পার্বতী। একদা পার্বতী শিবকে প্রশ্ন করলেন,
– ভগবন্, আপনি ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ-দাতা। আপনি কোন ব্রত বা তপস্যায় সন্তুষ্ট হন?
দেবী পার্বতীর কথা শুনে শিব বললেন,
– দেবী, ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথির রাত্রিকে শিবরাত্রি বলা হয়। এ রাত্রিতে উপবাস করলে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হই। স্নান, বস্ত্র, ধূপ, পুষ্প ও অর্চনায় আমি যতটুকু সন্তুষ্ট হই, তার চেয়ে বেশি সন্তুষ্ট হই শিবরাত্রির উপবাসে।

শিব বলে যেতে লাগলেন,
– ব্রতপালনকারী ত্রয়োদশীতে স্নান করে সংযম পালন করবে। স্বপক্ব নিরামিষ বা হবিষ্যান্ন ভোজন করবে। স্থণ্ডিল (ভূমি বা বালু বিছানো যজ্ঞবেদী) অথবা কুশ বিছিয়ে শয়ন করে আমার (অর্থাৎ শিবের) নাম স্মরণ করতে থাকবে। রাত্রি শেষ হলে শয্যা ত্যাগ করে প্রাতঃক্রিয়াদি করবে এবং অন্যান্য আবশ্যক কার্যাদি করবে। সন্ধ্যায় যথাবিধি পূজাদি করে বিল্বপত্র সংগ্রহ করবে। তারপর নিত্যক্রিয়াদি করবে। অতঃপর স্থণ্ডিলে (যজ্ঞবেদীতে), সরোবরে, প্রতীকে বা প্রতিমায় বিল্বপত্র দিয়ে আমার পূজা করবে। একটি বিল্বপত্র দ্বারা পূজা করলে আমার যে প্রীতি জন্মে, সকল প্রকার পুষ্প একত্র করে কিংবা মণি, মুক্তা, প্রবাল বা স্বর্ণনির্মিত পুষ্প দিয়ে আমার পূজা করলেও, আমার তার সমান প্রীতি জন্মে না।
– প্রহরে প্রহরে বিশেষভাবে স্নান করিয়ে আমার পূজা করবে। পুষ্প, গন্ধ, ধূপাদি দ্বারা যথোচিত অর্চনা করবে। প্রথম প্রহরে দুগ্ধ, দ্বিতীয় প্রহরে দধি, তৃতীয় প্রহরে ঘৃত এবং চতুর্থ প্রহরে মধু দিয়ে আমাকে স্নান করাবে এবং পূজা করবে। এছাড়া যথাশক্তি নৃত্যগীতাদি দ্বারা আমার প্রীতি সম্পাদন করবে। পরের দিন ভক্ত আমার পূজা করে যথানিয়মে পারণ করবে।
– হে দেবী, এই হল আমার প্রীতিকর ব্রত। এ ব্রত করলে অপস্যা ও যজ্ঞের পুণ্য লাভ হয় এবং ষোল কলায় দক্ষতা জন্মে। এ ব্রতের প্রভাবে সিদ্ধি লাভ হয়। অভিলাষী ব্যক্তি সপ্তদীপা পৃথিবীর অধীশ্বর হয়।
শিব পার্বতীকে আরও বললেন,
– এবার শিবচতুদর্শী তিথির মাহাত্ম্য বলছি, শোন:

– একদা সর্বগুণযুক্ত বারাণসী পুরীতে ভয়ঙ্কর এক ব্যাধ বাস করত। বেঁটে-খাট ছিল তার চেহারা, আর তার গায়ের রং ছিল কালো। চোখ আর চুলের রং ছিল কটা। নিষ্ঠুর ছিল তার আচরণ। ফাঁদ-জাল, দড়ির ফাঁস এবং প্রাণী হত্যার নানা রকম হাতিয়ারে পরিপূর্ণ ছিল তার বাড়ি।

একদিন সে বনে গিয়ে অনেক পশু হত্যা করল। তারপর নিহত পশুদের মাংসভার নিয়ে নিজের বাড়ির দিকে রওনা হল। পথে শ্রান্ত হয়ে সে বনের মধ্যে বিশ্রামের জন্য একটি বৃক্ষমূলে শয়ন করল এবং একটু পরেই নিদ্রিত হল।

সূর্য অস্ত গেল। এল ভয়ঙ্কর রাত্রি। ব্যাধ জেগে উঠল। ঘোর অন্ধকারে কোন কিছুই তার দৃষ্টিগোচর হল না। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে সে একটি শ্রীফলবৃক্ষ অর্থাৎ বিল্ববৃক্ষ পেল। সেই বিল্ববৃক্ষে সে লতা দিয়ে তার মাংসভার বেঁধে রাখল। বৃক্ষতলে হিংস্র জন্তুর ভয় আছে। এই ভেবে সে নিজেও ঐ বিল্ববৃক্ষে উঠে পড়ল। শীতে ও ক্ষুধায় তার শরীর কাঁপতে লাগল। এভাবে সে শিশিরে ভিজে হয়ে জেগেই কাটাল সারা রাত।

দৈববশত সেই বিল্ববৃক্ষমূলে ছিল আমার (অর্থাৎ শিবের) একটি প্রতীক। তিথিটি ছিল শিবচতুর্দশী। আর ব্যাধও সেই রাত্রি কাটিয়েছিল উপবাসে। তার শরীর থেকে আমার প্রতীকের ওপর হিম বা শিশির ঝরে পড়েছিল। তার শরীরের ঝাঁকুনিতে বিল্বপত্র পড়েছিল আমার প্রতীকের ওপর। এভাবে উপবাসে বিল্বপত্র প্রদানে এবং শিশিরস্নানে নিজের অজান্তেই ব্যাধ শিবরাত্রিব্রত করে ফেলল।

– হে দেবী, তিথিমাহাত্ম্যে কেবল বিল্বপত্রে আমার যে প্রীতি হয়েছিল, স্নান, পূজা বা নৈবেদ্যাদি দিয়েও সে প্রীতি সম্পাদন সম্ভব নয়। তিথি মাহাত্ম্যে ব্যাধ মহাপুণ্য লাভ করেছিল।

পরদিন উজ্জ্বল প্রভাতে ব্যাধ নিজের বাড়িতে চলে গেল।

কালক্রমে ব্যাধের আয়ু শেষ হল। যমদূত তার আত্মাকে নিতে এসে তাকে যথারীতি যমপাশে বেঁধে ফেলতে উদ্যত হল। অন্যদিকে আমার প্রেরিত দূত সেখানে গিয়ে উপস্থিত হল এবং আমার কাছে অর্থাৎ শিবলোকে ব্যাধকে নিয়ে আসতে চাইল। কে ব্যাধকে নিয়ে যাবে, এ নিয়ে দু-জনের মধ্যে শুরু হল তুমুল কলহ। আমার দূত ব্যাধকে শিবলোকে নিয়ে এল। আর আমার দূতের দ্বারা আহত হয়ে যমদূত যমরাজকে নিয়ে আমার সমুজ্জ্বল পুরদ্বারে উপস্থিত হল। দ্বারে শিবের অনুচর নন্দীকে দেখে যম তাঁকে সব ঘটনা বললেন।

– এই ব্যাধ সারা জীবন ধরে কুকর্ম করেছে। – জানালেন যম।

তাঁর কথা শুনে নন্দী বললেন,

– ধর্মরাজ, এতে কোন সন্দেহই নেই যে ঐ ব্যাধ দুরাত্মা। সে সারা জীবন অবশ্যই পাপ করেছে। কিন্তু শিবরাত্রি ব্রতের মাহাত্ম্যে সে পাপমুক্ত হয়েছে এবং সর্বেশ্বর শিবের কৃপা লাভ করে শিবলোকে এসেছে।

নন্দীর কথা শুনে বিস্মিত হলেন ধর্মরাজ। তিনি শিবের মাহাত্ম্যের কথা ভাবতে ভাবতে যমপুরীতে চলে গেল।

শিব পার্বতীকে আরও বললেন,

– এই হল শিবরাত্রিব্রতের মাহাত্ম্য।

শিবের কথা শুনে শিবজায়া হিমালয় কন্যা পার্বতী বিস্মিত হলেন। তিথি শিবরাত্রিব্রতের মাহাত্ম্য নিকটজনের কাছে বর্ণনা করলেন। তাঁরা আবার তা ভক্তি ভরে জানালেন পৃথিবীর বিভিন্ন রাজাকে। এভাবে শিবরাত্রিব্রত পৃথিবীতে প্রচলিত হল।

সারাংশ

শিবরাত্রিব্রত-কথা
একদিন পার্বতী শিবকে জিজ্ঞেস করলেন যে কোন ব্রত বা তপস্যায় শিব বেশি সন্তুষ্ট হন। শিব উত্তর দিলেন যে শিবরাত্রিতে উপবাস করে তাঁর পূজা করলে তিনি সবচেয়ে বেশি সন্তুষ্ট হন। শিবরাত্রিব্রত করলে মহাপুণ্য লাভ হয়।
শিব পার্বতীকে শিবচতুর্দশীর মাহাত্ম্য সম্পর্কে একটি উপাখ্যানও শোনালেন।
উপাখ্যানটির মূলকথা হল এক ব্যাধ নিজের অজান্তে শিবরাত্রিব্রত করার পুণ্যফলে শিবলোক প্রাপ্ত হয়েছিল।
পার্বতী শিবরাত্রির এ মাহাত্ম্য নিকটজনের কাছে বললেন। তাঁরা বললেন পৃথিবীর রাজাদের। এভাবে পৃথিবীতে শিবরাত্রিব্রত প্রচলিত হল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১০.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (Ö) চিহ্ন দিন।

১. কোন পর্বতের শিখর নানা রত্নে অলংকৃত ছিল?
   ক. সুমেরু পর্বতের — খ. বিন্ধ্য পর্বতের
   গ. আমকূট পর্বতের — ঘ. কৈলাশ পর্বতের

২. কৈলাস পর্বতে কারা বাস করতেন?
   ক. লক্ষ্মী-নারায়ণ — খ. রাধাকৃষ্ণ
   গ. শিব-পার্বতী — ঘ. রাম-সীতা

৩. 'আপনি কোন ব্রত বা তপস্যায় বেশি সন্তুষ্ট হন?'– শিবকে এ প্রশ্ন কে করেছিলেন?
   ক. নন্দী — খ. পার্বতী
   গ. ভৃঙ্গী — ঘ. নারদ

৪. কিভাবে ব্যাধের মহাপাপ দূর হয়ে পুণ্য সঞ্চিত হয়েছিল?
   ক. রামনাম করে — খ. শিবরাত্রিব্রত করে
   গ. অনেক দান করে — ঘ. কঠোর তপস্যা করে

৫. শিবরাত্রিব্রতের সর্বপ্রধান উপকরণ কি?
   ক. তুলসীপত্র — খ. ভূর্জপত্র
   গ. বিল্বপত্র — ঘ. আম্রপত্র

রচনামূলক প্রশ্নমালা

১. পূজা কাকে বলে? পূজার সাধারণ নিয়মগুলো সংক্ষেপে লিখুন। [পাঠ- ১ থেকে লিখুন]
২. লক্ষ্মীপূজার পদ্ধতি সংক্ষেপে লিখুন। [পাঠ- ২ থেকে লিখুন]
৩. সরস্বতী পূজার পদ্ধতি সংক্ষেপে লিখুন। [পাঠ-৩ থেকে লিখুন]
৪. ব্রত কাকে বলে? শিবরাত্রির ব্রত কিভাবে করা হয়, সংক্ষেপে লিখুন। [পাঠ-৪ দেখুন]
৫. শিবরাত্রির ব্রত কথাটি সংক্ষেপে নিজের ভাষায় লিখুন। [পাঠ-৬ থেকে লিখুন]

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১০.১

১. গ ; ২. ঘ ; ৩. গ ; ৪. ক ; ৫. খ ; ৬. গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১০.২

১. খ ; ২. ঘ ; ৩. গ ; ৪. গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১০.৩

১. গ ; ২. ঘ ; ৩. গ ; ৪. ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১০.৪

১. গ ; ২. ঘ ; ৩. ঘ ; ৪. ক. ; ৫. ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১০.৫

১. ঘ ; ২. গ ; ৩. খ ; ৪. খ ; ৫. গ